দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

Aug 07 2001

কল্যাণ ট্রাস্ট সম্পর্কে শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন

বার্ষিক ইনক্রিমেন্টসহ এক শ' ভাগ মূল বেতন হিসাব করে অবসরপ্রাপ্তদের অর্থ প্রদান করুন

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে বার্ষিক ইনক্রিমেন্টসহ এক শ' ভাগ মূল বেতন হিসাব করে অর্থ প্রদানের আহবান জানিয়েছে। ফেডারেশন আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, মূল বেতনের কত ভাগ সরকার প্রদান করল সেটি দেখার বিষয় নয়। অথচ কল্যাণ ট্রাস্টের বর্তমান কমিটি সরকার প্রদত্ত ৮০ বা ৯০ ভাগ বিবেচনা করে চেক প্রস্তুত করায় অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত শিক্ষক-কর্মচারী বা তাঁদের পরিবার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

বৃহস্পতিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে এই সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ফেডারেশনের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ। উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের চেয়ারম্যান শেখ আমানুল্লাহ, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আসাদুল হক প্রমুখ।

সাংবাদিক সম্মেলনে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটিতে ঢালাওভাবে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত না করার জোর দাবি জানানো হয়। এ সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দলীয় রাজনীতিমুক্ত ঘোষণার প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়ে বলা হয়, এটি করতে হলে প্রথমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটিতে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ঢালাও অনুপ্রবেশ করা ঠেকাতে হবে। সম্প্রতি ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কেবল সরকারদলীয় শিক্ষকদের আমন্ত্রণের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। বেকার ভাতা প্রদানের দাবি জানিয়ে বলা হয়, দেশের শতকরা ২০ ভাগ শিক্ষিত বেকার যতদিন চাকরি না পায় ততদিন তাদের বেকার ভাতা প্রদান করতে হবে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বেসরকারী শিক্ষকদের শতকরা ৩০ ভাগ মহার্ঘ ভাতা এবং সরকার প্রতিশ্রুত ১০ ভাগ বেতন বৃদ্ধির দাবি করা হয়। অবসর ভাতা প্রদান প্রক্রিয়া শুরু করার দাবি জানিয়ে অবসর প্রকল্পকে পূর্ণাঙ্গ পেনশন প্রথায় রূপান্তরের দাবি করা হয়েছে।

শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের ২১ দফা বাস্তবায়নের জন্য ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত সাংগঠনিক কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে। এসব কর্মসূচী পালনের পর ৩০ অক্টোবরের মধ্যে দাবিসমূহ মেনে না নিলে পরবর্তীতে কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়। ফেডারেশনের বিভিন্ন দাবির মধ্যে রয়েছে পাঠ্যসূচী ও পরীক্ষা পদ্ধতির যুগোপযোগী সংস্কার, শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষক নিয়োগ প্রথার অবসান, ১৩ সহস্রাধিক বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীকে অবসর ভাতা প্রদান, শিক্ষকদের পদোন্নতিসহ পেশাগত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান প্রভৃতি।